মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd August, 2019

SAVE WATER SAVE LIFE
Serum Thalassemia Prevention Federation

August, 2019 Volume-V, Issue-VI | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

চন্দ্রযান

শ্রীহরিকোটা-সোমবার ২২ জুলাই বেলা ২টো ৪৩ মিনিটে নির্বিঘ্নে চাঁদে পাড়ি দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র দূত, চন্দ্রযান-২।

আর টি আই

নয়াদিল্লি-প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ হয়ে গেল তথ্যের অধিকার সংশোধনী আইন। বিরোধীদের দাবি, এই বিল তথ্য কমিশনের অধিকারে হস্তক্ষেপ।

সম মর্যাদার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'বন্দেমাতরম' গানকে দেশের জাতীয় সংগীত 'জনগনমণ'-এর সমান মর্যাদার দাবি নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হল।

নতুন ট্রাফিক আইন

নয়াদিল্লি-কড়া ট্রাফিক আইন সঙ্গে শাস্তি ও জরিমানা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের মোটর ভেহিক্‌ল আইনের সংশোধনী বিল লোকসভায় পাশ হয়ে গেল।

কেন্দ্র জানে না

নয়াদিল্লি-দেশে কালো টাকার সরকারি হিসেব নেই বলে জানালেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ সিংহ ঠাকুর। তিনি জানান, বেআইনি লেনদেন রুখতে ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্র।

এপিসোড কর্ণাটক

বেঙ্গালুরু-দীর্ঘ নাটকের শেষে আস্থা ভোটে হারলেন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমার স্বামী। প্রস্তাবের পক্ষে ৯৯ এবং বিপক্ষে ১০৫টি ভোট পড়েছে। ১৪ মাসের জোট সরকারের পতন হল।

পরলোকে শীলা দীক্ষিত

নয়াদিল্লি-দিল্লিতে তিন দফার মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেত্রী, শীলা দীক্ষিত (৮১), ২০ জুলাই ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সেদিন বিকেলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাজপথে নামল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

বিধান সরণী ধরে এগিয়ে চলেছে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি : দেবাশীষ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ইস্যুতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে রাজপথে র‍্যালি করাটা সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের দস্তুর। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের জল সংকটকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষে ভবিষ্যতে তীব্র জল সংকট দেখা দিতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা অনেক আগে থেকেই সাবধান বাণী শোনাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ১২ জুলাই 'জল বাঁচাও দিবস'কে সামনে রেখে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ শিরোনামে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে। শুধু জল বাঁচিয়ে প্রাণ রক্ষা করাই নয়, র‍্যালির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জায়গায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় চারাগাছ। কারণ জল বাঁচাতে এবং জল ধরে রাখতে গাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অনুষ্ঠানটির সহযোগী সাথী হিসেবে আমরা পেয়েছি কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনকে।

এই র‍্যালিকে কেন্দ্র করে ১২ জুলাই বিকাল চারটে থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু সংগঠন তাদের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এবং ব্যানার ফেস্টুন সহকারে শ্যামবাজারে জমায়েত হয়। 'সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ'-এর মঞ্চে তখন উপস্থিত সংগঠনের সভাপতি ডাঃ তাম্রমণি চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যসহ

এরপর ২-এর পাতায়

কোষ নিয়ে গবেষণায় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- বিজ্ঞানীরা একটা সময় ভেবেছিলেন স্নায়ুকোষ অথবা হৃৎপিণ্ডের কোষ হচ্ছে মানবদেহে সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী কোষ। বর্তমানে সালক ইনস্টিটিউটের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, মাউস ব্রেন, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়ের ভেতর প্রচুর কোষ এবং প্রোটিনগুলোর মেয়াদ খুব দীর্ঘ, ঠিক স্নায়ুকোষের মত। তাঁদের এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশ পেয়েছে ৬ জুন, ২০১৯ 'সেল মেটাবলিজম' ম্যাগাজিনে। এই গবেষণালব্ধ তথ্যাদি দেখে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য হয়েছেন।

মস্তিষ্কের অধিকাংশ স্নায়ুকোষ গুলো বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত বিভক্ত হয় না ফলে তাদের সজীব থাকার সময়টাও খুব লম্বা হয়। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মস্তিষ্কের বাইরের দিকে থাকা কোষগুলোর আয়ু নির্ধারণ খুবই কঠিন কাজ। ইলেকট্রন আইসোটোপ এবং হাইব্রিড ইমেজিং প্রক্রিয়ার মেলবন্ধনে মস্তিষ্কের কোষ এবং প্রোটিনগুলোর সংখ্যা ও জীবৎকাল।

এরপর ২-এর পাতায়

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন - এর উদ্যোগে
স্বাধীনতা দিবসে আমাদের অঙ্গীকার — থ্যালাসেমিয়া-এইডস্ মুক্ত সমাজ

এক পলকে রাজ্য

চাকরির প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে ৩৩,৬৮৭ শূন্যপদ দ্রুত পূরণের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। বিধানসভায় এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্যাট-এর রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য সরকারি কর্মীদের দেশে 'কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স'-কে ভিত্তি করে মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দিল স্যাট। ছ'মাসের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।

নতুন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি-কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল হচ্ছেন জগদীপ ধনখড়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অত্যন্ত কাছের মানুষ বলে বিজেপি শিবিরে পরিচিত তিনি।

অ্যালাইদার ইচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'লং লিভ চে গেভারা'। স্লোগান শুনেই চোখে জল এল অ্যালাইদার, গেভারার কন্যা। দিল্লিতে এসেছেন একটি অনুষ্ঠানে। তাঁর প্রবল ইচ্ছে কলকাতায় আসা। বাবার কাছে অনেক গল্প শুনেছেন কলকাতার।

দুটো চাঁদ গুড়াপে

নিজস্ব প্রতিনিধি-হুগলির গুড়াপের আকাশে দুটো চাঁদ। একজন চন্দ্রকান্ত, অন্যজন শশীকান্ত। দু'জনেই ইসরোর বিজ্ঞানী। চন্দ্রযানের অ্যান্টেনা তৈরি করেছেন চন্দ্রকান্ত।

চলে গেলেন স্বরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি-১৭ জুলাই, বুধবার শহরে একটি হাসপাতালে মারা গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা স্বরূপ দত্ত (৭৮)। রেখে গেলেন স্ত্রী এবং পুত্রকে।

এখানে - ওখানে

রাজপথে নামল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

প্রথম পাতার পর

কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। বিকাল ৪-৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যায় উদ্বোধনী সভার কাজ। একে একে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী এবং সদস্যরা এসে জমায়েত হতে থাকে। জলসংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে কি কি করা প্রয়োজন তা নিয়ে সবিস্তারে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। একইসঙ্গে শুরু হয়ে যায় চারাগাছ প্রদানের কাজ। পথ চলতি বহু মানুষ চারা গাছ সংগ্রহ করেন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, তারা এই গাছটিকে বাঁচাবেন জল সংকট মোচন করার জন্য। মঞ্চে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার-এর সম্পাদক প্রদীপ পাত্র, বীরেন্দ্র সিং, অগ্নিবীনার তাপস মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে।

জল বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন শ্লোগান সহ অসংখ্য পোস্টার, কাট আউট, ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে বর্ণময় র‍্যালি শ্যামবাজার থেকে যাত্রা শুরু করে বিকেল সোয়া পাঁচটায়। ব্যান্ডের তালে তালে র‍্যালি এগিয়ে চলে বিধানসরণী হয়ে। জল বাঁচাতে এরকম একটি সুসংগঠিত র‍্যালি উত্তর কলকাতার রাজপথের গোধূলি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে—যা দেখতে রাস্তার দুপাশের মানুষ জমায়েত হয়ে যায়। ইন্টার ন্যাশনাল সোসাইটি অফ লোকনাথ, ভজেন, কাকিনী সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, টালা প্রত্যুষা, বাগবাজার সাহিত্য, লক্ষ্মপুর সৃজনশীল সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি, অগ্নিবীনা, ব্যারাকপুর সৃষ্টি ওয়েলফেয়ার, ব্যারাকপুর ভলেন্টিয়ার্স ব্লাড ডোনারস ফোরাম, কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, রোটারি ক্লাব অফ আগরপাড়া, দৃষ্টিকোণ সহ কাশিহাটি মঞ্জরী, চেতনা, নারকেল বাগান আরও অনেক সংগঠন এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

চলার পথে র‍্যালিকে থমকে দাঁড়াতে হয় অনেক জায়গায়। কারণ কিছু সংগঠনের ইচ্ছে তারা এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানাবে। র‍্যালিকে প্রথম সম্বর্ধনা দেয় সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড। বিধানসরণীতে ক্ষুদিরাম সেন্ট্রাল কলেজের সামনে সত্যিকথা পত্রিকার পক্ষ থেকে র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন পত্রিকার সম্পাদক সুভাশীষ চক্রবর্তী। এরপর ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে ত্রিবেনী স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। চতুর্থ বারের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। এখানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শংকর চন্দ্র মন্ডল, সম্পাদক তুষার কান্তি দত্ত, কোষাধ্যক্ষ মনোরঞ্জন চন্দ্র, সংগঠন সম্পাদক মহঃশামিম, সমাজসেবী প্রবন্ধ রায় সহ অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। র‍্যালি এসে পৌঁছায় কলেজ স্কোয়ারে। এখানে জলের প্রয়োজনীয়তা এবং জল বাঁচাতে আশু কর্তব্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন বহু বিশিষ্ট বক্তাগণ। এখানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অল মাই ফ্রেন্ডস-এর সভাপতি অরূপ হাজরা সম্পাদক সোমনাথ বিশ্বাস, কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অচিন্ত্য লাহা, লক্ষ্মপুর সৃজনশীল সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি সম্পাদক রামপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং দৃষ্টিকোণের মোনালিসা হালদারকে। জল বাঁচাবার জন্য সার্বজনীনরূপে সচেতনতা গড়ে তুলতে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই ইস্যুটিকে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

নবীন সংঘে প্রচার শিবির

প্রচার শিবিরের মঞ্চে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন বেলেঘাটা নবীন সংঘের কর্ণধার নবীন সাহা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং বেলেঘাটা নবীন সংঘের উদ্যোগে ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া প্রচার শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মূল বক্তা ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ। এই রোগ প্রতিকারের কোনও ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি, একমাত্র থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করিয়ে জেনে নিতে হবে আপনি বাহক কি না। বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ দেওয়া চলবে না। একমাত্র সচেতনতাই পারে এই মারণরোগকে রোধ করতে। এর জন্য বাহক রক্তপরীক্ষা করাটা জরুরি বিষয়। এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে না পারলে এই মারণ রোগকে রোধ করা যাবে না। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রমজিৎ রায়। প্রচার শিবিরে উপস্থিত ছিলেন নবীন সংঘের সম্পাদক নবীন সাহা, অন্যান্য সদস্যরা হলেন সুজিত তালুকদার, গোপাল দাস, দীপক চক্রবর্তী সহ প্রমুখ। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শিবিরে ছিলেন কানাইকুমার মন্ডল, অনুপম রায়, অভিষেক কুমার মিত্র, অমল বোস এবং এস এস চন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

সিটি বেঙ্গল ক্লাবের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুপর্ণ এবং শুভপট্টি নিউবেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে শোভাবাজারে ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হল বিরাট রক্তদান শিবির। এই শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অঞ্জনা সাহা, মিঠু ঘোষ ও অন্যান্যরা।

কোষ নিয়ে গবেষণায় সাফল্য

প্রথম পাতার পর

নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। সঙ্গে অন্ত্রাশয় এবং যকৃৎ-এর ভিতরের কোষগুলির নতুন এবং পুরানোর পার্থক্যীকরণ করা গেছে। গবেষণার এই প্রক্রিয়াকে বিধি সম্মত করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে স্নায়ুকোষগুলোর বয়স নির্ধারণ করেছেন। এই পরীক্ষা করার সময় আশ্চর্যভাবে দেখা গেছে, এন্ডো- থেলিয়াল কোষও স্নায়ুকোষের মতই দীর্ঘজীবী। এটা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, স্নায়ুকোষ নয়, এমন কোষগুলো কখনই দীর্ঘজীবী কোষে রূপান্তরিত হতে পারে না। কোষের চরিত্রগত লক্ষণ দেখে গবেষকরা রীতিমতো অবাক হয়েছেন।

রোটারি ক্লাবের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডাঃ বিধান রায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১ জুলাই রোটারি ক্লাব অব সেন্ট্রাল গার্ডেন্স-এর উদ্যোগে চাঁদনী চক মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনের সামনে অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

কোন্নগরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোন্নগর হুগলি ছাত্র যুব সংগঠনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৭ জুলাই সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন নুপুর চ্যাটার্জি, শরদিন্দু চ্যাটার্জি এবং বিক্রমজিৎ রায়।

বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

ছাত্রছাত্রীদের থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতন করছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর ২৪ পরগণার ইছাপুরের নর্থ ল্যান্ড হাইস্কুলের উদ্যোগে ২ জুলাই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সৌজন্যে এই সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক মণ্ডলী এবং ছাত্রছাত্রীসহ এলাকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মূল বক্তব্যটি রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রমজিৎ রায় ও তার কথা বলা পুতুল জলি ও শরদিন্দু চ্যাটার্জি। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশীষ ভৌমিক, সহ-প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থ কর, শিক্ষিকা সুস্মিতা মিত্র, সুজাতা দাস, প্রাক্তন শিক্ষক সমীর কুমার চক্রবর্তী, স্থানীয় অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক শাখার প্রধান দেবজ্যোতি ব্যানার্জি, স্কুলের পরিচালক কমিটির সভাপতি অজয় মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এই শিবির আয়োজন করার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন সংগঠনের সদস্য বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী।

ডাঃ বিধানরায়ের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি-আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মহাসমারোহে ১ জুলাই রাজ্যের প্রথম ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানরায়ের জন্মদিন পালন করল বি সি রায় বার্থ ডে সেলিব্রেশান কমিটি। অনুষ্ঠানে বিধান রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাশীনাথ চন্দ, সত্যজিৎ দত্ত রায়, নমিতা পাল সহ অন্যান্যরা।

জেরুজালেমে ন'হাজার বছর পুরনো প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ

জেরুজালেম-জেরুজালেম লাগোয়া ইজরায়েলে মোৎজা শহরের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের চক্ষু চড়কগাছ। প্রস্তরযুগেও যে কতখানি আধুনিক নগর পরিকল্পনা ছিল, চাষবাসেরও উন্নত ব্যবহারের বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া গেছে। খুঁজতে খুঁজতে মিলেছে তীরের ফলার টুকরো, মহিলাদের কানের দুলও। ইজরায়েলের পুরাতত্ত্ব কর্তাদের দাবি, নিওলিথিক জমানার একটি বড় শহরের ছবি এখন তাদের সামনে। খননকার্যের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে থাকা জেকব ভার্দি জানাচ্ছেন, এই সাম্প্রতিক আবিষ্কার ইজরায়েল,

প্যালেস্টাইন, জর্ডন, দক্ষিণ লেবানন ও দক্ষিণ সিরিয়ার মধ্যে বৃহত্তম এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে এই আবিষ্কারকে 'যুগান্তকারী' বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

ওই বসতিতে অন্তত ৩০০০ পরিবারের বসবাস ছিল। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রস্তর ব্যবহারে রীতিমতো চমকে দিতে পারতেন সেখানকার বাসিন্দারা। যেভাবে সেখানকার বাড়ির মধ্যে দিয়ে রাস্তা করা হয়েছিল, তাতে উন্নত নগর পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। শস্য মজুত করার জন্য গুদাম

ছিল। তীরের ফলা দেখে বোঝা যায়, তারা শিকার করতেন। পশুদের হাড় থেকে স্পষ্ট যে সেখানে ভালোভাবেই

পশুপালন করা হত। প্রশাসনেও ছিলেন তারা বেশ সজাগ। জেরুজালেমে আরেকটি জনবসতির সন্ধান মিলেছিল কয়েকবছর আগে। সেটি ছিল ৭০০০ হাজার বছরের পুরনো।

স্টারজনের দেখা

চার্লস সিটি—ফিরে এসেছে দৈত্যাকার স্টারজন মাছ। এদের শরীর করাতের ফলার মত ধার। কালচে রূপোলি রং। আমেরিকার নদীগুলোতে একটা সময় প্রচুর পরিমাণে স্টারজন মাছ ছিল। দেখতে ভয়ানক হলে কী হবে, স্টারজনের ডিম থেকে তৈরি করা হত সুস্বাদু খাবার। ফলে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ১০০ বছর পরে ফের তাদের দেখা মিলল। বিজ্ঞানী মহলে স্টারজন নিয়ে এখন জোর জল্পনা চলছে। আমেরিকার মেন-এ নদীতে, ফ্লোরিডার সুয়ান নদীতে স্টারজন দেখা গেছে। 'আটলান্টিক স্টারজন' প্রায় ১৪ ফুট লম্বা হয়। হাডসন নদী থেকে একটা স্টারজন ধরা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এদের বংশবিস্তার নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন।

ট্রাম্পের হুমকি

ওয়াশিংটন-মার্কিন কংগ্রেসের চার ডেমোক্রেটিক মহিলা সদস্যকে নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য টুইট করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টুইটটি ভাইরাল হওয়ার পরেই প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

লম্বা সড়ক

ক্রেমলিন-সড়ক পথে হামবুর্গ থেকে সাংহাইয়ের দূরত্ব ২০১১ কিলোমিটার। সড়কপথে ইউরোপ আর এশিয়ার সংযুক্তিকরণ শুরু হয়েছে। এই পথ তৈরিতে পুতিন সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। জার্মানি থেকে রাশিয়ায় ঢুকবে রাস্তাটি।

সাগরপারের

টুকিটাকি

কুলভূষণ নিয়ে স্বস্তি

হেগ-পাকিস্তানের জেলে বন্দি কুলভূষণ যাদবের মামলায় ভারতের বক্তব্যকেই মান্যতা দিল ইন্টার ন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস। ফলে পাকিস্তানে ধৃত এই ভারতীয় নাগরিকের ফাঁসির ওপর স্থগিতাদেশ বহাল রইল। পাকিস্তানকে আদালতের কড়া নির্দেশ, কুলভূষণ যাতে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এবং সব ধরনের আইনি সহযোগিতা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য পাকিস্তান জামাত-উদ-দাওয়ার প্রধান এবং ২৬/১১ মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ মহম্মদ সইদকে গ্রেপ্তার করেছে।

কবর রংপুরে

ঢাকা-১৪ জুলাই সকালে বাংলাদেশের ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। তাঁর দল জাতীয় পার্টির ইচ্ছে অনুসারে ঢাকার পরিবর্তে এরশাদের শহর রংপুরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

ব্রিটিশ দূতের ইস্তফা

লন্ডন-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'অদক্ষ' ও 'অযোগ্য' বলার দায় মাথায় নিয়ে পদ থেকে ইস্তফা দিলেন আমেরিকায় নিযুক্ত ব্রিটেনের দূত কিম ডারোখ। ডারোখের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন বিদেশমন্ত্রী জেরেমি হান্টও।

আমস্ট্রংয়ের মৃত্যু রহস্য

নিউ ইয়র্ক-নীল আর্মস্ট্রংয়ের কি ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছিল? তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম বিস্ময়, যিনি চাঁদে প্রথম পা রেখেছিলেন। ২০১২ সালে মৃত্যুর পর নীলের পরিবারের অভিযোগ ছিল, হাসপাতালে থাকার সময় তাঁর পরিচর্যা সঠিকভাবে হয়নি। নিউ ইয়র্ক টাইমসে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বের বিস্ময় যিনি, তাঁর মৃত্যুতেও রয়েছে বিস্ময়, কেউ-ই তা কল্পনা করতে পারেননি। নীলকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন চলছে জোর বিতর্ক।

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রশ্ন: ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ সম্পর্কে জানতে চাই।

তাপস চক্রবর্তী, কোন্নগর

শরীরের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হলে সেই অংশের কাজ করতে অসুবিধা দেখা দেয়; এই অবস্থাকে ইসকিমিয়া বলে।

হার্টের রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ দেখা দেয়। যার ফলে বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

অ্যানজাইনা কি?

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজের একটি উপসর্গ হল অ্যানজাইনা, যা বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ব্যথা শুরু হয় বুকের বাঁদিকে এবং তা বাঁ হাতে ছড়িয়ে যায়, এবং এই ব্যথা শারীরিক পরিশ্রম করলে বাড়ে, আবার বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যায়। তবে এই ব্যথা বুকের ডানদিকে বা মাঝখানেও হতে পারে, আবার পেটের ওপর দিকেও হতে পারে।

আবার বিশ্রামরত অবস্থাতেও অ্যানজাইনা দেখা দিতে পারে।

কখনও কখনও ঠিক ব্যথা না হয়ে একটা চাপধরা অনুভূতি অনুভব করা যায়।

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ হয় কেন?

যখন হার্টের যে রক্তনালীগুলি হার্টকে রক্ত সরবরাহ করে, অর্থাৎ করোনারী আর্টারির ব্লকেজ হয়, হার্টের রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার ফলে ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ দেখা দেয়।

করোনারী আর্টারির ব্লকেজ হয় কেন?

যখন চর্বিজাতীয় পদার্থ, যেমন কোলেস্টরল, রক্তের কিছু কোষ যেমন অণুচক্রিকা, ম্যাক্রোফাজ এবং আরো কিছু পদার্থ করোনারী আর্টারির ভিতরে জমা হয় এবং রক্তনালীর ভিতর কিছু সরু করে দেয় এবং তার ওপরে যদি থ্রম্বোসিস হয়, তখন করোনারী আর্টারির ব্লকেজ সৃষ্টি হয়।

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি:

- ডায়াবেটিস মেলিটাস।
- হাইপারটেনশন অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ।
- ধূমপান
- ডিসলিপিডিমিয়া অর্থাৎ শরীরে চর্বিজাতীয় পদার্থের আধিক্য।
- বংশে হার্টের অসুখ থাকা।

সুতরাং, এগুলির কথা মাথায় রাখতে হবে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ডিসলিপিডিমিয়ার চিকিৎসা করতে হবে। ধূমপান বন্ধ করতে হবে।

এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে সচেতনতা খুবই প্রয়োজনীয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরী। সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম খুবই দরকার।

যাদের বংশে হার্টের অসুখ আছে, তাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণমাত্রায় সচেতন হওয়া দরকার।

হার্ট অ্যাটাক

এটি একটি খুবই সাংঘাতিক অসুখ। এর কথা শুনলেই মনের ভীতির সৃষ্টি হয়।

যখন হার্টের কোনো অংশের মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই অবস্থাকেই হার্ট অ্যাটাক বলা হয়।

যখন হার্টের কোনো অংশে রক্ত সরবরাহ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়, তখন ওই অংশে, যেখানে বাধাপ্রাপ্ত করোনারী আর্টারি রক্ত সরবরাহ করে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হার্ট অ্যাটাক সৃষ্টি করে।

এর ফলে বুকে ব্যথা বা চাপ লাগা, শ্বাসকষ্ট, ঘাম হওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়, এবং অনেক শারীরিক জটিলতা যেমন—হার্ট ফেলিওর, হার্ট ব্লক প্রভৃতি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজের রোগ নির্ণয়

যদি কোনো ব্যক্তির বুক ব্যথা অথবা চাপ লাগা, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ঘাম হওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত এবং দরকারমতো পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, যেমন ইসিজি, রক্তপরীক্ষা, ইকোকার্ডিওগ্রাফি প্রভৃতি।

এছাড়াও করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং আরও কিছু পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে। এরকম হলে কখনও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়, কারণ, যদি হার্টের অসুখের ঠিকমতো চিকিৎসা না করা হয়, তার থেকে অনেক বড়ো অসুবিধা দেখা যেতে পারে।

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা

কিছু রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে আইসিসিইউতে রাখতে হয়। হার্ট অ্যাটাক রোগীদের জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

অনেক রকমের ওষুধ আছে, যেমন নাইট্রেট, বিটা ব্লকার, অ্যাসপিরিন, স্ট্যাটিন, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নিকোর‍্যান্ডিল প্রভৃতি। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সঠিক ওষুধ সঠিক মাত্রায় নিয়মিতভাবে খেয়ে যেতে হবে। চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে চেক-আপ করতে হবে।

(চলবে)

সম্পাদকীয়

জলবিভ্রাট

কবি লিখেছিলেন অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? থাকে না। কিন্তু বলা যেতে পারে প্রলয়ের সময় অন্ধ হয়ে থাকাটাও ভীষণ বিপদের ইঙ্গিত বহন করে। চেন্নাইতে জলসংকট মেটাতে অতীতেও বাইরে থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু ইদানিংকালের জলসংকটটি অভূতপূর্ব। দেশের বেশ কিছু জায়গায় দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ু আশানুরূপ বৃষ্টি নিয়ে আসেনি। ফলে দুশ্চিন্তা আরও ঘনীভূত হচ্ছে। পাশাপাশি একটা সমস্যা হচ্ছে শ্রাবণ যখনই ধরাকে জলধারায় সিক্তিত করবে, তখন এই জলসংকটের বিষয়টি বেমালুম ভুলে যাবে দেশ এবং তথাকথিত প্রশাসনিক কর্তারাও। গলা বাড়িয়ে তখন সকলেই বলবে, 'এই সংকট তাৎক্ষণিক'। আসলে সমস্যাটি দীর্ঘমেয়াদি এবং পুরোপুরি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। দেশের জলবায়ুর যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে, এই সরল সত্যটা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়াটাই সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত খুব পরিষ্কার। আমাদের দেশে অতিবৃষ্টির প্রবণতা এবং পরিমাণ, দুটি-ই সমানতালে বাড়ছে। আবহাওয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত পাঁচ বছর ছিল উষ্ণতম। একইভাবেই সমুদ্রতল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দেশের সংসদের পেশ করা সরকারি হিসেব অনুযায়ী আমাদের রাজ্যে ডায়মন্ডহারবারে প্রতি বছর সমুদ্রতল ৫.১৬ মিলিমিটার হারে বাড়ছে, যা সমুদ্রতল বৃদ্ধির আন্তর্জাতিক স্তরে যে হিসেব রয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি।

অসমে পর পর বন্যা এবং এই বন্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রশাসনের 'ল্যাজে-গোবরে' অবস্থার আরও একটি অকাট্য প্রমাণ হল, এই সংকটকে মোকাবিলা করতে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা সঠিক নয়, বিকল্প চিন্তাভাবনা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। একদিকে অতিবৃষ্টি পাশাপাশি দ্রুত নগরায়নের জন্য জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা এখন আশু প্রয়োজন। এইসব সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব দেওয়া উচিত স্থানীয় প্রশাসনগুলির ওপর। শুধুমাত্র জলসংকট মোকাবিলা করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণ বক্তৃতা, বড় বড় প্রকল্পের পরিকল্পনা করা—এসব দিয়ে কাজের কাজ কিছুই হবে না, প্রয়োজন জরুরিকালীন ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ। এই জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করতে হলে পরিকল্পনারও আমূল ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এর সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থাকেও খোল নলচে পাল্টানো দরকার। কারণ কৃষিক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি জল প্রয়োজন হয়, কিন্তু পরিবেশের মধ্যে এর প্রভাব নিয়ে নীতি নির্ধারণের জায়গায় কোনো বিশেষ ভাবনা রয়েছে বলে জানা নেই। এর ফলেই দেখা যায় ধান, আখ ইত্যাদি জলনিবিড় শস্যের উৎপাদন হয় এমন অঞ্চলে যেখানে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ কম। পরিকল্পনা করতে হবে জলবায়ুর সঙ্গে শস্য উৎপাদনের সমতা বজায় রেখে, সেই অনুযায়ী পরিবেশের অনুকূল প্রযুক্তিও ব্যবহার করতে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত অনেক কম হচ্ছে। এই বিষয়টাও গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করে সমস্যা সমাধানের রাস্তায় এগিয়ে যেতে হবে।

মহিমা

অক্ষয়কুমার দত্ত

যদি আমাদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অত্যন্ত বলবতী হয় এবং উপচিকীর্ষা বৃত্তি কার্যপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে কি জানি সে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করে এই আশঙ্কায় আমরা তাহার দোষ পরিহার বিষয়ে চেষ্টা পাই না, বরং তাহার সন্তোষার্থে গুণদোষকে লঘু করিয়া বর্ণনা করি। যশোলোভীর কার্য সাত্বিক নহে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কর্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে, কেবল যশোলোভে সেই কর্ম করিতেছেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না। তাহারা কহে, অমুক সাত্বিকভাবে এ কর্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সম্যক ফলভোগও হইবে না। মনুষ্য খ্যাতি-লাভরূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া কার্য করে অথচ তদ্দ্বারা পৃথিবীর অশেষ উপকার হয়। এমত পরম-সুন্দর কৌশল আর কাহাকর্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে। মানবদেহে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে রুগ্ন হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইতে পারে; অতএব জগদীশ্বর আমাদিগকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সদা সাবধান থাক। এই বৃত্তি থাকাতে আমরা ভাবী বিপৎপাত নিবারণ করিতে যত্নবান হই, এবং তৎসাধনার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে নিয়োজন করি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের সুখ স্রোত শমিত কি বর্জিত হইত, তাহা কে বলিবে? সংসার রচনা অপূর্ব কৌশলময়।

চারণকবি মুকুন্দদাস—তরুণ ভারতে আজ হতেছে যে অভিনয়, কে জানে কোথায় হবে এ নাটকের অঙ্ক শেষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

মাসতামামি

১ আগস্ট — পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ-এর অবলুপ্তি ১৯৬৯।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রয়াণ।
২ আগস্ট — পটসড্যাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৪৫।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর জন্ম ১৮৬১।
স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে জার্মানিতে হিটলারের আত্মপ্রকাশ ১৯৩৪।
৩ আগস্ট — বম্বেতে শুরু হল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ১৮৮৫।
৪ আগস্ট — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪।
কবি পি বি শেলীর জন্ম ১৭৯২।
৫ আগস্ট — মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি ১৭৭৫।
লেখক মঁপাসার জন্ম ১৮৫০।
৬ আগস্ট — হিরোশিমাতে আমেরিকার অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ ১৯৪৫।
কবি টেনিসনের জন্ম ১৮০৯।
নট সূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৫।
মাদ্রাজ হাইকোর্ট স্থাপিত ১৮৬২।
পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৮৮১।
৭ আগস্ট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ ১৯৪১।
ব্রিটিশসামগ্রী বর্জনের ডাক দিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫।
পার্সি বাগানে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ১৯০৬।
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৭১।
৮ আগস্ট — বিশ্ব বয়োজ্যেষ্ঠ দিবস
ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির দায়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পদত্যাগ ১৯৭৪।
উচ্চাঙ্গ সংগীত গায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৯।
৯ আগস্ট — 'ভারত ছাড়ো' দিবস ১৯৪২।
অক্টারলোনি মনুমেন্টের নামবদল করে হল শহীদ মিনার ১৯৬৯।
ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭১।
১০ আগস্ট — ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের নাম বদল করে হল নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১৯৫০।
গ্রীণউইচ অবজারভেটরি স্থাপিত ১৬৭৬।
ইউ এস এর কাছে জাপানের শর্তহীন আত্মসমর্পণ ১৯৪৫।
১১ আগস্ট — ভিয়েতনামকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হল উত্তর ও দক্ষিণ ১৯৫৪।
ক্ষুদিরামের ফাঁসি ১৯০৮।
নোবেল প্রাপক ভি এস নইপাল-এর প্রয়াণ ২০১৮।
১২ আগস্ট — বিশ্ব যুব দিবস।
মুঘল সম্রাটরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি হস্তান্তর করল ১৭৬৫।
বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাই-এর জন্ম ১৯১৯।
১৩ আগস্ট — ফিদেল কাস্ত্রোর জন্ম ১৯২৬।
লন্ডনে প্রথম স্টেইনলেস স্টিল-এর উৎপাদন শুরু ১৯১৩।
প্রাক্তন লোকসভা স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ২০১৮।
১৪ আগস্ট — সরকারি আদেশে বন্ধ হল লিঙ্গ নির্ধারণ পরীক্ষা ১৯৯৭।
পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪৭।
১৫ আগস্ট — ভারতের স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৭।
মুজিবর রহমানকে হত্যা ১৯৭৫।
ভারতের পিন কোড চালু ১৯৭২।
১৬ আগস্ট — কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি প্রকাশিত ১৯১৯।
১৭ আগস্ট — তুর্কিস্তানে ভূমিকম্পে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু ১৯৯৯।
১৮ আগস্ট — খড়গপুরে আই আই টি কলেজ স্থাপন ১৯৫১।
লর্ড ওয়েলেসলি স্থাপন করলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ১৮০০।
১৯ আগস্ট — মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯।
এক টাকার কয়েন কলকাতার টাকশালে এল তৈরির জন্য ১৭৫৭।
২০ আগস্ট — ফুটবলার গোষ্ঠপাল-এর জন্ম ১৮৯৬।
২১ আগস্ট — নাট্যকার শম্ভু মিত্রের জন্ম ১৯১৫।
বন সংরক্ষণ আইন চালু ১৯৭২।
২২ আগস্ট — গায়ক দেবব্রত বিশ্বাসের জন্ম ১৯১১।
গান্ধীজির নেতৃত্বে বিদেশী বস্ত্র বর্জনের আন্দোলন শুরু ১৯২১।
দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল নিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৮৮।
২৩ আগস্ট — নাৎসিদের দখল থেকে রুমানিয়ার মুক্তি ১৯৪৪।
রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৩৯।
২৪ আগস্ট — গর্বাচেভের পদত্যাগ এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অবলুপ্তি ১৯৯১।
ন্যাটো গঠন ১৯৪৯।
গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র জন্ম ১৮৯৩।
২৫ আগস্ট — আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিকতার গ্রহণ করলেন সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪৩।
২৬ আগস্ট — কলকাতার রেডিও স্টেশন চালু ১৯২৭।
অভিনেতা অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯২১।
২৭ আগস্ট — যুগোস্লাভিয়ায় মাদার টেরেসার জন্ম ১৯১০।
২৮ আগস্ট — জেনারেল ইন্সিওরেন্স জাতীয়করণ বিল পাস ১৯৭২।
২৯ আগস্ট — ড. বি আর আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান করে খসড়া সংবিধান রচনা করার কমিটি গঠন ১৯৪৭।
বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের প্রয়াণ ১৯৭৬।
৩০ আগস্ট — লেনিনকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা ১৯১৮।
৩১ আগস্ট — শহীদ দিবস।
কলকাতার খাদ্য আন্দোলনের জন্য মিছিলে পুলিশের গুলি, ৮১ জন মৃত-১৯৫৯।

রসাতলে ধরা, জাগো কুম্ভকর্ণ

পারিজাত বোস

'মন কি বাত' শুনেছেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনেছেন। আবার উত্তর, শুনেছি। জল নিয়ে মানুষকে আরও সচেতন হতে বলেছেন দু'জনই। জলের অপচয় না করতে বলেছেন। দেশের একটি অংশে জলের অভাব নিয়ে সংবাদ চাউর হওয়া মাত্রই প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা একটু নড়ে চড়ে বসেছেন। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারেও জলের অপচয় বন্ধ করতে বহু বার্তা দেওয়া হচ্ছে। সেখানে সাধারণ মানুষের দায়িত্বের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ চটজলদি সচেতন হয়ে উঠলেই এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ মিলবে কি? এর পরিষ্কার উত্তর হচ্ছে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা না করছেন, যাবতীয় দুর্নীতিতে মদত দেওয়া বন্ধ হচ্ছে, ততদিন মানুষ যত সচেতনই হোক, সমস্যার সমাধান কোনওমতেই সম্ভব নয়। পানীয় জলের কুড়ি টাকার বোতল, ৫০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। জলের অভাবে মানুষের প্রাণ বিপন্ন, জলসঙ্কটের এই ছবি দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি 'শিকড়ের আর্তি বাকি হায়।'

দেশের বাকি অংশের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের রাজ্যের কথা একটু বলি। দেশের প্রখ্যাত জলাভূমি বিশেষজ্ঞ প্রয়াত ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ বলেছিলেন, 'শহর কলকাতা হল প্রকৃতির ভর্তুকিপ্রাপ্ত, বিশেষ করে জলসম্পদের জন্য। এই শহরের পশ্চিম দিক দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। সেখান থেকে শহরবাসীরা পানীয় জল পেয়ে থাকেন। পূর্বদিকে বিশাল জলাভূমি। এখানে শহরের ময়লা জল প্রাকৃতিক নিয়মে পরিশুদ্ধ হচ্ছে, এই জলে মৎস্য চাষ হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে সবজি উৎপাদন হচ্ছে যা শহরের মানুষ প্রতিদিন কিনছেন। আর এসব কারণের জন্যই কলকাতা শহরে মানুষের গড়পড়তা খরচ দেশের অন্যান্য বড় শহরের তুলনায় কম। পশ্চিমবঙ্গের উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে গঙ্গার অববাহিকার ব-দ্বীপ হিসেবে। ফলে এখানে মাটির তলায় প্রচুর পরিমাণে জল থাকাটাই স্বাভাবিক। যেহেতু এই রাজ্যের উৎপত্তি গঙ্গার ব-দ্বীপ-এর ওপরে তাই পলিমাটির আস্তরণ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল প্রবেশ করে এবং মাটির তলাতে এর পরিমাণ বাড়তেও সাহায্য করে। ব্রিটিশরা কিন্তু কলকাতাকে 'জলাশয়ের শহর' বলত। শহরে অনেক জলাশয় ছিল। 'নাটমো'-র রিপোর্টে প্রকাশ, ৫০-৬০ বছর আগেও এই শহরে প্রায় ১০০০ জলাশয় ছিল।

শহরের মধ্যে এত জলাশয়ের চিত্রটা এখন কেমন। নগরায়ন তো হয়েছে। যতটা নগরায়ন হয়েছে তার কতটা আইনসঙ্গতভাবে করা হয়েছে—তা বলা খুবই মুশকিল। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটার পর একটা বহুতল হয়েছে জলাশয় ভরাট করে। জলাশয় ভরাট আর তার সঙ্গে আধুনিকতার স্ট্যাম্প শহরের গায়ে লাগাতে গিয়ে কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে উঠেছে এই শহর। একারণের জন্য মাটির তলায় যে জল কমে যাচ্ছে, তা বুঝতে নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটাই এখন রাজ্যের চালচিত্র।

কলকাতার পূবে জলাভূমি ভরাট করে উড়ালপুল হল এবং আরও হওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। কলকাতার মাটির তলায় জল রিচার্জ হওয়ার অন্যতম জায়গা হল রাজারহাট। সেটা বুজিয়ে নতুন কলকাতা হল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা এবং প্রশাসনিক মদতে একশ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের কার্যকলাপের জেরে রাজ্যের ৭০টি নদী আজ নিশ্চিহ্ন, বর্ষার সময় ছাড়া অধিকাংশ নদী এলাকা চাষের জমিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আদি গঙ্গা আর সরস্বতী নদী এখন নর্দমার তকমা পেয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ বিলকাদা জলাভূমির অধিকাংশ এখন প্রমোটারের কব্জায়। ভোটের রাজনীতির বাজারে লাভ তুলে নিতে 'জল' নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনাই হল না। চাষীদের মাটির তলার জল তোলার অধিকারটি কিছুটা খর্ব করা হল।

এখানেই বলা প্রয়োজন, একটা দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক নেতারা এবং তাঁদের চ্যালাচামুণ্ডাদের সাহায্যে শিল্পপতি থেকে প্রমোটাররা পুকুর বুজিয়ে বহুতল নির্মাণ করেছেন, নদীর জায়গায় তৈরি হয়েছে চোলাই তৈরির কারখানা, নর্দমা বুজিয়ে দলীয় অফিস নির্মাণ, মাটির নীচের জল যা-ইচ্ছে-তাই করে তোলা হচ্ছে। আজ যখন জল সঙ্কটে নাভিশ্বাস উঠছে সকলের তখনই জনগণের সচেতনতার দোহাই দিয়ে কর্তারা বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছেন। নতুবা নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্য জনগণের দিকে বিষয়টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আজকের এই জলসঙ্কটের দায় ও দায়িত্ব নিতে হবে প্রশাসকদের এবং রাজনৈতিক নেতাদের।

ইদানিং বিশ্বের সর্বত্র একটি বিষয় নিয়ে চর্চা হচ্ছে। কিভাবে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীরা অসাধু বা ধান্দাবাজদের আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে নিজেদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে দিচ্ছেন? যার পোশাকি নাম, 'পলিটিক্যাল রেন্ট সিকিং'। ফলস্বরূপ ভুগছেন সাধারণ জনগণ। জল সচেতনতার কি তাহলে প্রয়োজন নেই? অবশ্যই রয়েছে। সাধারণ মানুষ যখন দেখবেন সরকার, প্রশাসন, নেতৃবৃন্দ জল এবং জলসম্পদ বাঁচাতে ভীষণ সক্রিয়, তখনই সচেতনতার প্রবাহ শুরু হবে। একদিকে পুকুর ভরাটের মদত দিয়ে অন্যদিকে মঞ্চে জলা ভরাটের বিরুদ্ধে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। দুটো পাশাপাশি চলতে পারে কি? সম্প্রতি যেমন 'কাটমানি' ফেরত দেওয়ার একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে, তেমনি বলতে ইচ্ছে করে আমাদের জলাশয়, জলসম্পদ আমাদেরকেই ফেরত দাও।

সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে এসব সমস্যা তো আগেও ছিল, তাহলে হঠাৎ করে এখন এসব নিয়ে এত চেঁচামেচি কেন? কারণ কলসির জল তলানিতে পৌঁছেছে তাই গৃহকর্ত্রী টের পেয়েছেন যে কলসীতে জল কমে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ষা আর সময়মতো ভরসা দিতে পারছে না। জলের অভাববোধ হচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীরা অহরহ সাবধান বাণী দিয়ে আসছেন, অথচ সরকার, প্রশাসন, রাজনীতিকেরা 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রা'য় আচ্ছন্ন। কুম্ভকর্ণেরও ছ'মাসে একবার ঘুম ভাঙত। এদের সেটারও বালাই নেই।

ক্ষুধাসূচকে ভারতের আরও অবনমন

কিশোরকুমার বিশ্বাস

প্রতি বছর অক্টোবর মাসে গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) প্রকাশিত হয়। বিশ্বের ১১৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৭ সালে ভারতের স্থান ছিল ১০০ তে। এবার ভারত আরো নেমে ১০৩এ স্থান পেল।

মূলত ৪টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে শিশুদের খাদ্য এবং পুষ্টির সম্পর্কে ধারণা করা হয় এই GHI এর দ্বারা। প্রথমে International Food Policy Research এর তত্ত্বাবধানে এই সূচক বের হত। ২০১৮ রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্যের পরিমাণ এবং জনগণের পুষ্টির অভাব বেড়েছে। যে চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে GHI মাপা হয় সেগুলি হল—(১) দেশের মোট জনসংখ্যার কত অংশ অপুষ্টিতে ভোগে। (২) পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে কত অংশ শিশু সামগ্রিক অপুষ্টিতে ভোগে। (৩) ওই অংশেরই কত অংশ দীর্ঘকালীন অপুষ্টিতে ভোগে এবং (৪) ওই পাঁচ বছরের মধ্যে কত অংশ শিশু মারা যায়। লক্ষণীয় বিষয় হল এই GHI তে নেপাল ৭২, বাংলাদেশ ৮৬ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ ভারতের চেয়ে ওপরে আছে। পাকিস্তান অবশ্য ১০৬-এ আছে। দেশের আয় বৃদ্ধির হারে ভারত প্রথম দিকে হলেও GHI-তে অনেক নিচে থাকায় অনেকেই বিস্মিত। অনেকেই ক্ষুধা সূচককে মনে করেন কেবল দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ার বিষয় হিসেবে। পেট ভরে খেতে পাওয়া মানুষের সবচেয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু কেবল খেতে পেলেই শিশু বা মানুষের নিস্তার নেই। এর জন্য সবচেয়ে আগে চাই খাদ্যের যোগান।

কিন্তু তার সঙ্গে চাই আরও আরও কিছু পরিষেবা। চাই বেশ কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশ বিষয়ক নীতি নির্ধারণ। চাই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকাঠামো। যদিও পিছিয়ে পড়া মানুষের চিরস্থায়ী আয় বাড়ানোর প্রয়োজন। সেটা করতে হবে তাদের স্থায়ীভাবে কাজের সুযোগ তৈরি করে।

না খেয়ে মৃত্যুর কারণ কি খাদ্যের অভাব?

এই বিষয়ে সর্বাগ্রে যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তাঁর Poverty & Famines গ্রন্থে দেখিয়েছেন পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে দুর্ভিক্ষে মানুষের মৃত্যু মানেই খাদ্যের অভাব নয়। মূল কারণ হল খাদ্য আছে কিন্তু তা নিজেদের প্রয়োজনে কিনতে না পারলে না খেয়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সবচেয়ে পরিচিতি দুর্ভিক্ষের মধ্যে বাংলার ১৯৪২-৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ একবড় অভিশাপ।

ঐ দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ অবিভক্ত বাংলার মানুষ মারা যায়। এরও মূল কারণ হল খাদ্যের অভাব নয়, খাদ্য কিনতে না পারা। বেশ কিছু মানুষ ওই সময়ে কাজ হারায়। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার মৎস্যজীবীর মধ্যে প্রথম মৃত্যু শুরু হয়। কলকাতাও এর থেকে বাদ যায়নি। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এই ঘটনার ওপর সত্যজিৎ রায়ের ছবি-অশনি সংকেত অনেকেরই মনে আছে। তাই গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সকে ভালো করতে গেলে কেবল খাদ্য উৎপাদনই একমাত্র লক্ষ্য হলে চলবে না। চাই খাদ্যের সুষম বন্টন সহ আরও অনেককিছু সঠিক পরিকাঠামো।

উন্নয়নের ধারণাতেই গণ্ডগোল

গত ১৯৯২ থেকেই যে বিশ্বায়নের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল, যা নেতৃত্বে ছিলেন আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালকগণ, হয়তো সেই উন্নয়নের ছকেই ভুল আছে। তবে অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন সাধারণ মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৈরি করা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান-এর সুযোগ করে দেওয়ার সঙ্গে বিশ্বায়নের আর্থিক মডেল কখনই বাঁধা নয়। ভারতে বিশাল অংশের মানুষের দুরবস্থার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাই দায়ী। যাইহোক আমাদের দেশে যে নগরকেন্দ্রিক উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে একটা বিরাট অংশের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে। রাষ্ট্র যদিও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এদের ভাল করার জন্য। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্নীতি, প্রশাসনিক দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে কোনো কাজই সঠিকভাবে কাজ করছে না। আসলে রাজনৈতিক সদিচ্ছাও দেখা যায় না।

তাই হাঙ্গার ইনডেক্স-এ ভারতের ভালো করতে গেলে খাদ্যের উৎপাদন, তার সঠিক যোগান, সমস্ত এলাকার মানুষের সাধারণ চিকিৎসার পরিকাঠামো, শিক্ষায়নের ব্যবস্থা যেখানে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং আই সি ডি এস-এর সঠিক রূপায়ণও তীব্রভাবে জরুরি। এই সব কিছু আইন করে বা অর্থের যোগান দিয়েই হবে না। স্থানীয় স্তরে মানুষের যোগদান চাই। দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। জনমত গঠন করতে হবে দেশ গঠনের জন্য। (পুনর্মুদ্রণ)

সম্পর্কের বেড়াজালের বুনোট বোঝা ভার

রীণা ঘোষাল

সম্পর্ক একটা ছোট শব্দ কিন্তু এই ছোট একটি শব্দের বিরাট গভীরতা আছে। প্রাচীনকাল থেকে কিংবা বলা যায় যুগ যুগ ধরে আমরা এই সম্পর্ককে বহন করে চলেছি। এই সম্পর্ক আমরা নানারকমভাবে পালন করে থাকি এবং আমাদের মধ্যে সেটা বজায় রাখি।

সম্পর্ক দু'রকমের হয়। ভালো সম্পর্ক ও খারাপ সম্পর্ক। সম্পর্ক হল একজন মানুষের সাথে আরেক জন মানুষের রক্তের সম্পর্ক, বন্ধুত্বের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের চাহিদার সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক। কখনও আবার মানুষের সাথে মানুষের ঝগড়া-বিবাদের সম্পর্ক, রেষারেষির সম্পর্ক অথবা কুরুচিকর বা অসামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। আবার দেখা যায় মানুষের সাথে প্রকৃতির, গাছপালার, পশু-পাখি ও পরিবেশের একটা সুন্দর সুসম্পর্ক থাকে। সম্পর্ক কখনও মানুষকে ভালোর দিকে নিয়ে যায় আবার কখনও এই সম্পর্ক মানুষকে মৃত্যুর মুখে পতিত করে বা ঠেলে দেয়। ভালো সম্পর্ক যেমন মানুষকে ভালোবাসা প্রদান করে, শান্তি দেয়, মানুষকে উন্নতির পথ দেখায় তেমনি আবার খারাপ সম্পর্ক মানুষকে ঘৃণায় ভরিয়ে দেয়, মানুষের আশা-ভরসা সবকিছু লন্ড-ভন্ড করে দেয় এই খারাপ সম্পর্ক।

আমরা যখন একটি পরিবারে জন্মাই তখন সেই পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, নিজের আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই রক্তের সম্পর্কের খাতিরে আমরা পরিবারে সবাই একসাথে থাকি এবং একসাথে বড় হই। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় ধীরে ধীরে এই রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা একই পরিবারের মানুষ একজন আরেকজনের থেকে আলাদা হয়ে যাই বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সেটা হয়ত কর্মসূত্রে কেউ আপনজনদের ছেড়ে দূরে চলে যান আবার কেউ পরিবারে থাকাকালীন অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরিবারে একসাথে থাকাকালীন যে সম্পর্ক আমাদের মধ্যে ছিল সেটা একটু একটু করে ফিকে হয়ে যায়। সেই রক্তের সম্পর্ক বা মনের টান আমাদের মধ্যে আর গভীরভাবে রেখাপাত করে না। যেমন নিজের গন্ডীর ভেতর ঢুকে পড়েন এবং তার নিজের স্বার্থটিকেই শুধু বড় করে দেখেন। মানুষ তখন পরিবারের অন্য কারোর কথা চিন্তা করেননা। হয়ত মানুষ পুরানো কথা ভেবে নস্টালজিয়ায় ভোগেন ঠিকই কিন্তু বাস্তবে মানুষ শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কেই বেশী ভাবেন বা চিন্তা করেন। আমরা যখন শিশু অবস্থায় থাকি তখন সম্পর্কের দিক থেকে মা-বাবা আমাদের সবার কাছে কত আপনজন হয়ে থাকেন কিন্তু এই মা-বাবা একদিন আমাদের কাছে কত পর হয়ে যান। নিজের গর্ভধারিণী মা ও

ধরা যাক ছোটবেলায় আমরা যখন পরিবারে একসাথে থাকি, একসাথে বড় হই তখন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সম্পর্কের একটা বুনোট তৈরি হয়। আনন্দের মুহূর্তগুলি আমরা হৃদয় দিয়ে উপভোগ করি এবং তার সাথে দুঃখের সময়টাও সবাই একসাথে ভাগ করে নিই। তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা মিষ্টি মধুর সম্পর্ক বা আপনত্ব গড়ে ওঠে কিন্তু সেই মানুষগুলোই একটু স্বাবলম্বী হওয়ার পর যে যার পালনকর্তা পিতাকে তাদের উপযুক্ত মর্যাদা আমরা ক'জন দিয়ে থাকি বা দিতে পারি। শুধুই কি মা-বাবা? ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই এই সম্পর্কের মূল্য হারিয়ে ফেলি। শুধুমাত্র তখন আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্কের টানাপোড়েন চলতে থাকে। তার মধ্যে কতটা মায়া-মমতার সম্পর্ক, ভালোবাসার সম্পর্ক ও মনের সম্পর্ক থাকে সেটাই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা মুখে হয়ত অনেক ভালো ভালো সুসম্পর্কের কথা বলে থাকি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই সুসম্পর্কের মর্যাদা বা সম্মান আমরা কেউ সঠিকভাবে পালন করি না বা খেয়াল রাখি না।

এই জগতে আজও কিছু মানুষ আছেন যারা এই সম্পর্ককে সুন্দরভাবে পালন করে চলেছেন আর এই মানুষগুলোর জন্য আজও আমরা এই সম্পর্ক কথাটা উচ্চারণ করতে পারি। মানুষের সাথে মানুষের যদি সত্যি কোনও সম্পর্কের বন্ধন না থাকতো তাহলে এতদিনে আমাদের এই সমাজ, পরিবার সবকিছু শেষ হয়ে যেত এবং সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে আর থাকতোনা।

আমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বেঁচে আছি। যেদিন এই ধরাভূমি থেকে সম্পর্ক শব্দটা উঠে যাবে সেদিন থেকে মানুষ আর তার মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে পারবে না। মানুষের বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা, মূল্যবোধ, সততা, ভালোবাসা সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেদের লোভ-লালসা, সম্পত্তি, টাকা পয়সা সবকিছু চরিতার্থ করার জন্য কারোর সাথে একটা মেকি সম্পর্ক বা লোক দেখানো সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই মানুষটির যখন ইচ্ছাপূরণ হয়ে যায় তখন সে অকৃতজ্ঞের মত সেই সম্পর্ক ভেঙে দেন। কারণ সে তার স্বার্থের জন্য সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন আজ তার স্বার্থ যখন ফুরিয়ে গেছে সেই মানুষটিও তখন সম্পর্ক থেকে আলাদা হয়ে গেছেন।

সম্পর্ক কি শুধু আত্মীয়তা থাকলেই হয়? কখনই নয়। এমনও দেখা যায় কেউ যখন কোন বিপদে পড়ে তখন তার কোন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় সাহায্যের হাত না বাড়ালেও কোন অনাত্মীয় এসে সেই মানুষটির পাশে এসে দাঁড়ান এবং সমস্ত ভার বহন করেন। সম্পর্ক কখনো এক তরফে স্থায়ী হয় না। যারা সম্পর্ককে অস্বীকার করে, অগ্রাহ্য করে, অপমান করে, সম্পর্কের কোন মূল্য বোঝে না, যাদের কাছে সম্পর্কের কোন অস্তিত্ব নেই, তারা কোনদিন কারও সাথে কোন ভালো সম্পর্ক রাখতে পারেন না। তাদের সবসময় একটাই উদ্দেশ্য থাকে "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরোলেই পাজি।" এই মহামূল্যবান প্রবাদটি এই ধরনের মানুষেরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্যি করে তোলেন। একই পরিবারে বড় হয়ে ভাই-ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে চান না। তারপর নানা কারণে মানুষ যে যার মত করে ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত হয়ে বাস করে। তার জন্য মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে সম্পর্কের ভেতর চিড় ধরতে থাকে। আসলে আমরা কেউ কারোর দায়িত্ব নিতে চাই না। আমরা কেউ কারোর শাসন ও বারণ মানতে চাই না।

সম্পর্ককে বজায় রাখতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের উচিত সম্পর্ককে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া, সম্মান করা, তাহলেই আমরা সবাই প্রকৃত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবো। মানুষের সাথে মানুষের মনের মিল বা মানসিকতার মেল বন্ধন ঘটলে তবেই সেই সম্পর্ক চিরদিন অটুট থাকবে।

কবিতা

অসময়ে

অনির্বাণ কর

চারদিকে যে কী শুরু হয়েছে!
যখন-তখন গেলেই হল!
বয়সের কোনো বালাই নেই।

আমাদের বাড়ির খুব কাছেই থাকত যে
ছেলেটা
ছিল বড় নীরব,
কিশোর স্বরে একটা বুকের ব্যথায়
বড় নীরবেই সে চলে গেল।

আমাদের বাড়ির একটু দূরে থাকতেন যিনি
আপাত নিরীহ,
এক বিজয়া দশমীর রাতে তাঁকে দেখেছিলাম
বাঁশ হাতে প্রতিশোধের আগুনে,
পক্ষাঘাতের ঘরে
তিনিও চলে গেলেন বড় নীরবে।

পা বাড়িয়ে আরো অনেকে,
তবু তাদের আটকানোর মরিয়া প্রয়াস
পরিজনদের—

মৃত্যু বড় নিষ্ঠুর
কোনো বন্ধন মানে না
বয়স বোঝে না
ভালবাসাও না।

স্বপ্ন শহর

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

আঁধার রাতে ধোঁয়ায় ভরা
স্বপ্ন শহরখানি,
রঙীন মানুষ অলীক ফানুস
হৃদয় মাঝে জানি।
তারার আলো চাঁদের ছটায়
ঝলসে ওঠে চোখ,
মুখোশ পরা বাবুয়ানি
কৃত্রিম সব লোক।
হাসির পাশে ঠোঁটের আগায়
ঝুলতে থাকা ভয়,
মেকী দম্ভে উদ্ধত
অহং কথা কয়।
কালোর মাঝে তবুও আছে
আলোর ঝরনাধারা
নিষ্পাপ দুই চোখের তারায়
ভালোবাসা ভরা।

সোনার বাংলা

অমৃত্য নাথ

কোন দেশেতে আছি রে
ভাই
কোন রাজ্যে বাস?
আজ শবের গন্ধ নিকে
নিকে
যায় কি নেওয়া শ্বাস?
আকাশ কাঁপে গুলির
শব্দে
বারুদ মাখা বাতাস!
কোথায় গেলে পাবো রে
ভাই
প্রাণ বাঁচানো শ্বাস?

এই কি আমার সোনার
বাংলা
এই কি নেতার শপথ?
উলু-খাগড়ার যাক না
প্রাণ
ভিজুক রক্তে পথ।
আজ সোনার বাংলা
হারিয়ে গেছে
খুন, সন্ত্রাস মাঝে,
সোনার বাংলা বলতে
এখন
চোখ দুটো বুজি লাজে!

স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপে জয়ী ইংল্যান্ড

বিশ্বকাপ হাতে ইংল্যান্ড দলের ক্রিকেটাররা

লন্ডন-একটা বিশ্বকাপ ফাইনাল যে থ্রিলার হিসেবে কোথায় যেতে পারে, তার প্রমাণ লর্ডসের ফাইনাল। এক অদ্ভুত ম্যাচ। খেলার রেজাল্ট টাই। সুপার ওভারও টাই। সুপার ওভারে বেশি সংখ্যক বাউন্ডারি মারার সুবাদে ইংল্যান্ড জয়ী হল। ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ২৪১ রান। নিউজিল্যান্ডেরও তাই। সুপার ওভারে ইংল্যান্ড এক ওভারে দুটো বাউন্ডারি মারে, নিউজিল্যান্ড একটি। এই বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দুটি ঘটনা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। ৪৯ তম ওভারে বাউন্ডারি লাইনে বেন স্টোকসের ক্যাচ নিয়েও বাউন্ডারি লাইনে পা লেগে যায় ট্রেন্ট বোল্টের। শেষ ওভারের চতুর্থ বলে যখন ৩ বলে ৯ রান বাকি স্টোকস দু'রান নিতে ডাইভ মারেন, সেই সময় উড়ে আসা থ্রো স্টোকসের ব্যাটে লেগে চার হয়ে যায়।

নিউজিল্যান্ডের ভাগ্য যে সুপ্রসন্ন নয়, তা উপরে উল্লেখিত দুটি ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পর ইংল্যান্ডের ৪৪ বছর লাগল বিশ্বসেরার তকমা পেতে। অন্যদিকে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড হারলেও মাথা উঁচু করেই তারা দেশে ফিরেছে। তাঁদের ট্রফি পাওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ান স্টোকসই। তিন বছর আগে ইডেনে শেষ ওভারে স্টোকস চার ও ছক্কা খাওয়ার সুবাদে ইংল্যান্ড ট্রফি পায়নি। সেই স্টোকসই লর্ডসে রোমহর্ষক ফাইনালে জেতানোর নায়ক হলেন। ম্যাচ ঘোরান স্টোকস ও বাটলার। মাঝখান থেকে খলনায়ক হয়ে গেলেন গাপ্টিল। ফলাফল যা-ই-হোক, নিজেদের শক্তিতে ক্রিকেট খেললে একটা টিম কোথায় যেতে পারে, তার সেরা নিদর্শন এই বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড।

মেসির সাথে গ্রিয়াজম্যান

ম্যাঞ্চেস্টার-নেইমারের জায়গায় এবার বার্সেলোনাতে এলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড আঁতোয়া গ্রিজম্যান। দু'বছর চেষ্টার পর ফরাসি তারকাকে মেসির ক্লাবে নিয়ে আসা হল। পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি হয়েছে। গ্রিজম্যান আতলেতিকোতে খেলার সময় গোল দিয়েছেন ৯৪টি। চলতি বছরে মে মাসে গ্রিজম্যান ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করেছিলেন। তবে কোথায় যাবেন তা বলেন নি। এবার চুক্তি ঘরেই তাঁকে বার্সায় আনা হল। আঁতোয়ান গ্রিজম্যান বার্সেলোনায় সই করলেন প্রায় ৯৭ কোটি টাকায়। দেশ ফ্রান্সের হয়ে গ্রিজম্যান সাত নম্বর জার্সি পরে খেলেন। আতলেতিকোতেও সাত নম্বর পরতেন। বার্সাতেও সাত নম্বর চেয়েছেন তিনি।

স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার

ম্যাঞ্চেস্টার-এক চুলের ফারাক। ক্রিজে পৌঁছানো সম্ভব হল না। বিষাদগ্রস্ত সেই মুখটাই সম্ভবত এই বিশ্বকাপের ট্র্যাজিক দৃশ্য। বিশ্বের সেরা ফিনিসারের হাত থেকে ফস্কে গেল সব সোনালি মুহূর্তগুলো। গাপ্টিলের ছোড়া বলটা সরাসরি এসে উইকেটে লাগল। এবারের বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের আশা মিশিয়ে মিলিয়ে গেল। তবুও বলতে হবে জাডেজার ৫৯ বলে ৭৭ আর ধোনির ৭২ বলে ৫০-এর ওপর নির্ভর করেই লেখা হচ্ছিল জয়ের চিত্রনাট্য। সব শেষ। বিশ্বকাপ সেমি ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ২৩৯-৮, ভারত ৪৯.৩ ওভারে ২২১। বাস্তব হল, প্রথম চার ওভারেই ৫-৩ হয়েই সব শেষ হয়ে গেছে। আই সি সি ইউ থেকে রোগীকে স্বাভাবিক করে নিয়ে এসেছিলেন জাডেজা আর ধোনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না মার্টিন গাপ্টিলের আকস্মিক আক্রমণে। বিশ্বকাপ হাত ছাড়া হওয়ার পর এখন অবসর ধোনির পাস্টার্নের কথা উঠছে। এটাও ভেবে দেখার মতো প্রশ্ন। ভারতীয় দলে অনেক প্রতিভা রয়েছে কিন্তু তাঁদের আত্মবিশ্বাসের ভিত তৈরী করার জায়গাটা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ঋষভ পন্থ এদের মধ্যে একজন। ধোনিকেও আরও কিছুদিন দলে রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

ভারত গৌরব

নিজস্ব প্রতিনিধি-ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষে 'ভারত গৌরব' সম্মান পাচ্ছেন ক্রিকেটার কপিল দেব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন সদস্য কপিলদেব। কলকাতা লিগে একবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

এই সম্মান নেওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়ে দিয়েছেন কপিল দেব। পয়লা আগস্ট কপিলকে সম্মান জানানোর মধ্যদিয়েই শুরু হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষের অনুষ্ঠান।

স্টোকসের কীর্তি

অকল্যান্ড- নিউজিল্যান্ডের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্বের দৌড়ে কেন উইলিয়ামসনের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ড দলের অল রাউন্ডার বেন স্টোকস। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্ট চার্চে জন্ম স্টোকসের।

নির্বাসিত জিম্বাবোয়ে

লন্ডন-ক্রিকেটে সরকারি হস্তক্ষেপের 'অপরাধে' আন্তর্জাতিক আসর থেকে নির্বাসিত জিম্বাবোয়ে। আই সি সি-র এই সিদ্ধান্তে শোকস্তব্ধ জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট মহল। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতের স্পিনার আর অশ্বিনও।

জয় জকোভিচের

কাপ হাতে উইম্বলডনের রাজা নোভাক ও রাণী সিমোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি-দুর্দান্ত লড়াই। চ্যাম্পিয়নশিপের কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। তবুও অধরা হয়ে রইল উইম্বলডনে পুরুষদের দীর্ঘতম ফাইনালে নোভাক জোকোভিচের কাছে হার মানলেন রজার ফেডেরার। ৭১ বছরে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ম্যাচ পয়েন্ট বাঁচিয়ে উইম্বলডন জেতার পরে ফেডেরারকে প্রশংসায় ভাসালেন নোভাক জোকোভিচ। ফেডেরার এবার উইম্বলডনে যে রকম খেলেছে তাতে ২১ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যামটা যে ওর দখলে থাকবে, তা সকলেই ভেবেছিল, বিশেষ করে রাফায়েল নাদালকে হারানোর পর। কিন্তু ফাইনালে কেউ কাউকে কোনও সুযোগ দিচ্ছিল না। জোকোভিচও পরিকল্পনা করেই খেলাটাকে টেনে নিয়ে গেছেন। ফলে তিনটে সেট ট্রাইব্রেকার হয়েছে। এরপরেই আঘাত হানেন জোকোভিচ, যা সামলাতে পারেন নি রজার।

অভিভূত শচীন

লন্ডন- আই সি সি হল অব ফেম তালিকায় যুক্ত হল কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকারের নাম। সেই তালিকায় রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেস বোলার ডোনাল্ড এবং প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় মহিলা ক্রিকেটার ক্যাথরিন ফিৎজপ্যাট্রিক। এর আগে ভারত থেকে যারা আই সি সি-র হল অব ফেম তালিকায় রয়েছেন তাঁরা হলেন, সুনীল গাভাসকার, বিষেন সিং বেদী, কপিল দেব, অনিল কুম্বলে এবং রাহুল দ্রাবিড়। সম্মান গ্রহণ করার পর শচীন আই সি সি-র ওয়েবসাইটে দেওয়া এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটা নিঃসন্দেহে আমার কাছে এক বিরাট সম্মান। বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা এবং তার প্রসার ঘটাতে অনেক ক্রিকেটারের অমূল্য অবদান রয়েছে। সেই তালিকায় এবার আমার নামও যুক্ত হওয়াতে গর্বিত।'

সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ র‍্যালির কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ-এর মঞ্চে উপস্থিত সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি এবং বিশিষ্টজনেরা। বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা নিজস্ব চিত্র

সেভ ওয়াটার সেভ লাইফ র‍্যালিতে সংগঠনের সদস্য ও সদস্যরা। নিজস্ব চিত্র

কলেজ স্কোয়ারে র‍্যালির সমাপ্তি অনুষ্ঠানে জনৈক-র হাতে চারাগাছ তুলে দিচ্ছেন কবি ও সোশ্যাল সার্ভিস অর্গানাইজেশনের সম্পাদক অনিন্দ্য পাত্র। নিজস্ব চিত্র

বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন সংগঠনের সভাপতি ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জি, সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য ও সদস্য তপন ব্যানার্জি। নিজস্ব চিত্র

ব্যান্ডের তালে তালে এগিয়ে চলেছে র‍্যালি। নিজস্ব চিত্র

এই সাবধানবাণীতেও কি মানুষ সজাগ হবেন? নিজস্ব চিত্র

বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিজস্ব চিত্র

র‍্যালির যাত্রাপথে বিভিন্ন সম্বর্ধনা মঞ্চে সংগঠকদের হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Paanchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.